"মিষ্টি বাচ্চারা - বিনাশী শরীরকে ভালো না বেসে অবিনাশী বাবাকে ভালোবাসো, তাহলে কান্নাকাটির থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - আনরাইটিয়াস (অসংগত) প্রেম কি আর তার পরিণাম কি হয়?

*উত্তরঃ - বিনাশী শরীরের প্রতি মোহ রাখা হলো আনরাইটিয়াস প্রেম । যে বিনাশী শরীরের প্রতি মোহ রাখে, তাকে কাঁদতে হয় । দেহ-অভিমানের কারণে এই কান্না আসে । সত্যযুগে সকলেই আত্ম-অভিমানী, তাই সেখানে কান্নাকাটি থাকে না । যারা কাঁদে, তারা হারিয়ে ফেলে । অবিনাশী বাবার অবিনাশী বাচ্চারা এখন এই শিক্ষা পাচ্ছে যে, দেহী-অভিমানী হও, তাহলে এই কান্নাকাটির থেকে মুক্তি পাবে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তো এই কথা জানে যে, আত্মা অবিনাশী এবং বাবাও অবিনাশী, তাই কাকে ভালোবাসা উচিত? অবিনাশী আত্মাকে । অবিনাশীকেই ভালোবাসতে হবে, বিনাশী শরীরকে কখনোই ভালোবাসা উচিত নয় । সম্পূর্ণ দুনিয়াই বিনাশী, প্রতিটা জিনিসই বিনাশী, এই শরীরও বিনাশী, আত্মা হলো অবিনাশী । আত্মার প্রেমই অবিনাশী হয় । আত্মার কখনোই মৃত্যু হয় না, একেই বলা হয় রাইটিয়াস (ন্যায্য) । বাবা বলেন, তোমরা অন্যায্য হয়ে গেছো । বাস্তবে অবিনাশীর, অবিনাশীর সাথেই প্রেম হওয়া উচিত । তোমাদের প্রেম বিনাশী শরীরের প্রতি হয়ে গেছে, তাই তোমাদের কাঁদতে হয় । তোমাদের অবিনাশীর সাথে প্রেম নেই । বিনাশী শরীরের প্রতি প্রেম থাকলে কাঁদতে হয় । এখন তোমরা নিজেদের অবিনাশী আত্মা মনে করো, তাই কান্নার কোনো ব্যাপার নেই। কেননা তোমরা আত্ম-অভিমানী । বাচ্চারা, তাই বাবা এখন তোমাদের আত্ম-অভিমানী বানাচ্ছেন । দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে তোমাদের কাঁদতে হয় । বিনাশী শরীরের জন্য তোমরা কাঁদতে থাকো । তোমরা বুঝতে পারো যে, আত্মার মৃত্যু নেই । বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো । তোমরা অবিনাশী বাবার সন্তান, অবিনাশী আত্মা, তোমাদের কান্নার কোনো প্রয়োজন নেই । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে পার্ট প্লে করে । এ তো হলো এক খেলা । তোমরা শরীরের প্রতি আকর্ষণ কেন রাখো? দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো । নিজেকে অবিনাশী আত্মা মনে করো । আত্মার কখনোই মৃত্যু হয় না । কথাতেও আছে - যে কাঁদে, সে সব হারিয়ে ফেলে । আত্ম-অভিমানী হলেই উপযুক্ত হয়ে যাবে । তাই বাবা এসে দেহ - অভিমানী থেকে আত্ম - অভিমানী করেন । তিনি বলেন, তোমরা কিভাবে সব ভুলে গেছো । জন্ম - জন্মান্তর ধরে তোমাদের কাঁদতে হয়েছে । এখন আবার নতুন করে তোমরা আত্ম - অভিমানী হওয়ার শিক্ষা পাও । এরপর তোমরা কখনোই আর কাঁদবে না । এ হলো ক্রন্দনের দুনিয়া, ওই দুনিয়া হলো হাসির । এ হলো দুঃখের দুনিয়া আর ওই দুনিয়া হলো সুখের । বাবা খুব সুন্দর রীতিতে শিক্ষা দেন । অবিনাশী বাবার থেকে তাঁর অবিনাশী বাচ্চারা শিক্ষা পায় । ওরা দেহ-অভিমানী, তাই দেহ দেখেই শিক্ষা দেয় । তাই দেহের স্মরণ আসার কারণে ওরা কাঁদতে থাকে । দেখতেই পায় মৃত্যুতে শরীর শেষ হয়ে গেলো, তাহলে সেই শরীর স্মরণ করে কি লাভ? ছাইকে কি স্মরণ করা হয়? অবিনাশী জিনিস আত্মা গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে ।

বাবা তো জানেন - যে ভালো কর্ম করে, সে ভালো শরীরই প্রাপ্ত করে । কেউ কেউ খারাপ রুগ্ন শরীর পায়, সেও কর্ম অনুসারে । এমন নয় যে, ভালো কর্ম করলেই উপরে চলে যাবে । তা নয়, উপরে তো কেউই যেতে পারে না । ভালো কর্ম করলে ভালো বলা হবে । তখন ভালো জন্ম মিলবে, তারপর আবার নিচে নামতেই হবে । তোমরা জানো যে, আমরা কিভাবে উত্তরণে যাই । যদিও ভালো কর্ম করলে কেউ কেউ মহাত্মা হন, তবুও কলা তো কম হতেই থাকবে । বাবা বলেন, তবুও যদি ঈশ্বরের স্মরণে কিছু ভালো কাজও করে, আমি তাদেরও ক্ষণকালের সুখ প্রদান করি । এরপরও তো সিঁড়িতে নীচে নামতেই হবে । নাম যদি কারোর ভালোও হয়, তবুও এখানে তো মানুষ ভালো বা খারাপ কর্মকেও ঠিকভাবে জানে না । ঋদ্ধি - সিদ্ধি যারা করে তাদের কতো সম্মান দেয় । তাদের পিছনে মানুষ হয়রান হয়েও যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ তো অজ্ঞানতা । মনে করো কেউ ইনডাইরেক্ট (পরোক্ষভাবে) দান - পুণ্য করে, ধর্মশালা, হসপিটাল ইত্যাদি বানায়, তো পরবর্তী জন্মে তারা অবশ্যই এর প্রতিদান পায় । বাবাকে স্মরণ করে, যদি গালিও দেয়, তবুও মুখে ভগবানের নাম বলতে থাকে । বাকি অজ্ঞানতা থাকার কারণে কিছুই জানে না । ভগবানকে স্মরণ করে রুদ্র পূজা করে, রুদ্রকে ভগবান মনে করে । রুদ্র যজ্ঞের রচনা করে । তারা শিব বা রুদ্রের পূজা করে । বাবা বলেন, আমার পূজা করে, কিন্তু না বোঝার কারণে কি - কি বানায়, কি - কি করতে থাকে । যত মানুষ, ততই তাদের গুরু । বৃক্ষে নতুন - নতুন পাতা, ডালপালা

ইত্যাদি বের হয়, তখন কতো শোভা দেয় । সতোগুণী হওয়ার কারণে তাদের মহিমা হয় । বাবা বলেন যে, এই দুনিয়াই হলো বিনাশী জিনিসকে ভালোবাসার দুনিয়া । কারোর খুব প্রেম উৎপন্ন হয়, তো মোহতে যেন পাগল হয়ে যায় । বড় বড় শেঠেরা মোহের বশে পাগল হয়ে যায় । মাতা-দের জ্ঞান না থাকার কারণে বিনাশী শরীরের বিধবা হয়ে কতো কান্নাকাটি করে, সেই শরীরকে স্মরণ করতে থাকে । এখন তোমরা নিজেদের আত্মা জ্ঞান করে, অন্যদেরও আত্মা জ্ঞান করো, তাই সামান্যতম দুঃখও হয় না । অধ্যয়নকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয় । অধ্যয়নে এইম অবজেক্টও থাকে কিন্তু তা হলো এক জন্মের জন্য । সরকার থেকেও পারিশ্রমিক মেলে । পড়া সম্পূর্ণ করে কাজ - কারবার করে, তখন অর্থ প্রাপ্ত করে । এখানে তো সব নতুন কথা । তোমরা কিভাবে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি পূর্ণ করো । আত্মা মনে করে যে, বাবা আমাদের অবিনাশী জ্ঞান সম্পদ দান করেন । ভগবান যখন পড়ান, তখন অবশ্যই ভগবান - ভগবতীই বানাবেন। কিন্তু বাস্তবে এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে ভগবান - ভগবতী মনে করা ভুল । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো - অহো, যখন আমরা দেহ-অভিমানী হয়ে যাই, তখন আমাদের বুদ্ধি কতো নেমে যায় । যেন পশুতুল্য বুদ্ধি হয়ে যায় । পশুদের সেবা তো খুব ভালোভাবে হয় । মানুষের তো সেখানে কিছুই হয় না । রেসের ঘোড়া ইত্যাদির কতো যত্ন করা হয় । এখানকার মানুষদের দেখো, কি অবস্থা । কুকুরকেও কিভাবে ভালোবেসে যত্ন করে । তারা তাদের আদরও করে, আবার একসাথে নিয়ে ঘুমায় । দেখো, দুনিয়ার কি অবস্থা হয়ে গেছে । ওখানে সত্যযুগে এইসব কাজ হয় না ।

বাবা তাই বলেন - বাচ্চারা, মায়া রাবণ তোমাদের আনরাইটিয়াস বানিয়ে দিয়েছে । এ তো আনরাইটিয়াস রাজ্য, তাই না । মানুষ আনরাইটিয়াস, তাই সম্পূর্ণ দুনিয়াও আনরাইটিয়াস হয়ে যায় । রাইটিয়াস আর আনরাইটিয়াস দুনিয়ার মধ্যে দেখো কতো তফাৎ । কলিযুগের অবস্থা দেখো, কেমন ! আমি স্বর্গ স্থাপন করছি, মায়াও তার স্বর্গ দেখায়, টেম্পটেশন দেয় (বাসনা উৎপন্ন করায়) । কতো কতো আর্টিফিশিয়াল ধন রয়েছে, তাই মনে করে আমরা এখানে স্বর্গে বসে আছি । স্বর্গে ১০০ তলার বাড়ি ইত্যাদি হয়ই না । কিভাবে কিভাবে এখানে বাড়িঘর সাজায়, ওখানে তো ডবল স্টোরিড (দোতলা) কোনো বাড়িই হয় না । মানুষও তো ওখানে খুব অল্প থাকে । এতো জমি, যে তোমরা কি করবে । এখানে জমির জন্য মানুষ কত লড়াই - ঝগড়া করে । ওখানে সমস্ত জমি তোমাদেরই থাকে । কতো রাত - দিনের তফাৎ । ইনি তোমাদের লৌকিক বাবা আর উনি পারলৌকিক বাবা । পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদের কি না দেন । অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করো । বাবা পরিষ্কার ভাবে বলে দেন - এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না অর্থাৎ আমার থেকে পাওয়া যায় না । তোমরা তমোপ্রধান অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হও । আমিও মুক্তিধামে থাকি । তোমরাও মুক্তিধামে থাকো, তারপর ওখান থেকে তোমরা স্বর্গে যাও । ওখানে স্বর্গে আমি থাকি না । এও হলো ড্রামা । এরপর হুবহু আবার এমন রিপিট হবে এবং আবার এই জ্ঞান ভুলে যাবে । এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে । যতক্ষণ সঙ্গমযুগ না আসবে, ততক্ষণ এই গীতা জ্ঞান কিভাবে হতে পারবে । বাকি যে সব শাস্ত্র ইত্যাদি আছে, সে হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র ।

এখন তোমরা নলেজ শুনছো । আমি হলাম বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর । তোমাদের আমি কিছুই করতে দিই না, পায়ে পড়তেও দিই না । তোমরা কার পায়ে পড়বে? শিববাবার তো পা নেই? এ তো ব্রহ্মার পায়ে পড়া হয়ে যাবে । আমি তো তোমাদের গোলাম । তাঁকে বলা হয় নিরাকারী, নিরহংকারী, তাও যখন তিনি অ্যাক্ট এ আসেন, তখনই নিরহংকারী বলা যাবে । বাবা তোমাদের অগাধ জ্ঞান দেন । এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান । এরপর যে যতটা নিতে পারে । অবিনাশী জ্ঞান রত্ন নিয়ে এরপর তা অন্যকে দান করতে থাকো । এই রত্নের জন্যই বলা হয়, এক একটি রত্ন লাখ টাকার । প্রতি পদে পদ্ম তো একমাত্র বাবাই দেন । তোমাদের সেবাতে অনেক মনোযোগ দেওয়া উচিত । তোমাদের পদক্ষেপ হলো স্মরণের যাত্রা, এতে তোমরা অমর হয়ে যাও । ওখানে কোনো মৃত্যুভয় থাকে না । তোমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে । তোমরা মোহজিত রাজার কাহিনীও শুনেছো । এ তো বাবা বসেই বোঝান । এখন বাবা তোমাদের এমনই বানান, এ এখনকারই কথা ।

রাখী বন্ধনের পর্বও পালন করা হয় । এ কবেকার নিদর্শন? ভগবান কখন বলেছিলেন যে, পবিত্র হও? এই দুনিয়ার মানুষ কি জানে যে, নতুন দুনিয়া কবে এবং পুরানো দুনিয়া কবে হয়? এও কেউ জানে না । কেবল এইটুকুই বলে যে, এ হলো কলিযুগ । সত্যযুগ ছিলো, এখন আর তা নেই । মানুষ পুনর্জন্মকেও মানে । ৮৪ লাখ বলে দেয়, তাহলে তো পুনর্জন্মই হলো । নিরাকার বাবাকে সকলেই স্মরণ করে । তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা, তিনি এসেই আমাদের বোঝান । দেহধারী বাপু তো অনেকেই আছে । পশুরাও তাদের বাচ্চাদের বাবা । তাদের জন্য তো এমন বলা হবে না যে, পশুর বাবা । সত্যযুগে কোনো আবর্জনা বা বাজে জিনিস থাকে না । সেখানে মানুষ যেমন, আসবাবও তেমন । ওখানে পাখিরাও খুব সুন্দর হয় । সেখানে সব সুন্দর জিনিস থাকবে । সেখানে ফল কত সুস্বাদু এবং বড় হয় । তারপর এইসব কোথায় চলে যায়

! মিষ্টি, সুস্বাদু থেকে তেতো হয়ে যায় । মানুষ যখন থার্ড ক্লাস হয়ে যায় তখন জিনিসও থার্ড ক্লাস হয়ে যায় । সত্যযুগে সবাই ফার্স্ট ক্লাস, তাই জিনিসও ফার্স্ট ক্লাস হয় । কলিযুগে সবই থার্ড ক্লাস । সমস্ত জিনিসই সতো, রজঃ এবং তমঃ অবস্থা দিয়ে পার হয় । এখানে তো কোনো আনন্দই নেই । আত্মাও তমোপ্রধান তাই শরীরও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, কোথায় ওরা, কোথায় তোমরা, রাতদিনের তফাৎ । বাবা তোমাদের কত উঁচু বানান । তোমরা যত স্মরণ করবে ততই হেল্থ, ওয়েল্থ দুইই পাবে । বাকি আর কি চাই । এই দুটির মধ্যে একটি যদি না থাকে তাহলে হ্যাপিনেস থাকবে না । মনে করো হেল্থ রয়েছে কিন্তু ওয়েল্থ নেই, তাহলে কোন্ কাজের? কথায় বলে - "অর্থ থাকে তো চারিদিকে ঘুরে বেড়াও ।" বাচ্চারা মনে করে - ভারত সোনার চড়ুই পাখি ছিল, এখন সেই সোনা কোথায় । সোনা - রুপা - তামা সব চলে গেছে, এখন সব কাগজই কাগজ । কাগজ যদি জলে বয়ে যায় তাহলে অর্থ কোথা থেকে পাবে । সোনা তো অনেক ভারী হয়, সোনা সেখানেই পড়ে থাকে । আগুনও সোনাকে জ্বালাতে পারে না । তো এখানে সবই দুঃখের কথা । ওখানে এইসব কথাই নেই । এখানে এইসময় অপার দুঃখ । বাবা তখনই আসেন যখন অপার দুঃখ থাকে, কাল আবার অপার সুখ হবে । বাবা তো কল্প - কল্প এসে পড়ান, এ কোনো নতুন কথাই নয় । তোমাদের খুশীতে থাকা উচিত । কেবল খুশীই খুশী, এ হলো অন্তিম সময়ের কথা । অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপ - গোপীদের জিজ্ঞেস করো । পরের দিকে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝে যাও ।

রিয়েল শান্তি কাকে বলা হয়, এ একমাত্র বাবাই বলে দেন । তোমরা বাবার থেকে শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করো । তাঁকে সবাই স্মরণ করে । বাবা হলেন শান্তির সাগর । বাবা বোঝান, কে আমার কাছে আসতে পারে । অমুক - অমুক ধর্ম, অমুক - অমুক সময়ে আসে । তারা স্বর্গে তো আর আসতে পারে না । এখন অনেক সাধু - সন্ত হয়েছে, তাই তাদের মহিমা হয় । পবিত্র হলে অবশ্যই তাদের মহিমা হওয়া উচিত । এখন তো অনেক নতুন এসেছেন । পুরানোদের তো এতো মহিমা হতে পারে না । ওরা তো সুখ ভোগ করে তমোপ্রধান অবস্থায় চলে গেছে । কতো বিভিন্ন ধরণের গুরু আছে, কিন্তু এই অসীম জাগতিক (কল্প) বৃক্ষকে কেউই জানে না । বাবা বোঝান যে, ভক্তির সমগ্রী এতোটাই, যতটা এই বৃক্ষ ছড়িয়ে রয়েছে । জ্ঞান বীজ কতো ছোটো । ভক্তি অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এই জ্ঞান তো কেবল এই এক জন্মের জন্য । জ্ঞান প্রাপ্ত করে তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য মালিক হয়ে যাও । ভক্তি বন্ধ হয়ে যায় তখন দিন শুরু হয় । এখন তোমরা সদাকালের জন্য প্রফুল্ল হয়ে যাও, একে বলা হয় ঈশ্বরের অবিনাশী লটারী । এরজন্য পুরুষার্থ করতে হয় । ঈশ্বরীয় লটারী আর আসুরিক লটারীর মধ্যে কতো তফাৎ হয়ে থাকে । আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মারূপী পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) তোমাদের, স্মরণের প্রতিটি কদমে পদম রয়েছে, এর দ্বারাই অমর পদ প্রাপ্ত করতে হবে । বাবার থেকে তোমরা যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পাও, তা দান করতে হবে ।

২) আত্ম-অভিমানী হয়ে অপার খুশীর অনুভব করতে হবে । শরীর থেকে মোহ মুক্ত করে সদা উৎফুল্ল থাকতে হবে, মোহজিত হতে হবে ।

বরদানঃ- প্রতিটি মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে সদা আধ্যাত্মিক আমোদে থাকা বিশেষ আত্মা ভব

সঙ্গম যুগ হলো আনন্দে থাকার যুগ, এইজন্য প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দের অনুভব করতে থাকো। কখনও কোনও পরিস্থিতিতে বা পরীক্ষাতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। কেননা এই সময় হলো অকালে মৃত্যু হওয়ার সময়। অল্প কিছুক্ষণও যদি আনন্দের পরিবর্তে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাও আর সেই সময় যদি অন্তিম মুহূর্ত এসে যায়, তাহলে অন্তিক কালে যেমন মতি তথা গতি কি হবে? এইজন্য এভারেডি-র পাঠ পড়ানো হয়। এক সেকেন্ডও ধোঁকা দেওয়ার মতো হতে পারে। সেইজন্য নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে প্রতিটি সংকল্প, বাণী আর কর্ম করো আর সদা আধ্যাত্মিক আনন্দে থাকো।

স্লোগানঃ- অচল হতে হলে ব্যর্থ আর অশুভকে সমাপ্ত করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;